দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 0 8 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

শহর ও গ্রামের শিক্ষার ব্যবধান কমাতে ব্যবস্থা নিতে হবে ঃ রাষ্ট্রপতি

॥ বাসস ॥

রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ শহর ও গ্রাম এলাকায় মানসম্মত ও ভারসাম্যমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি সোমবার রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে এ আহবান জানান। রাষ্ট্রপতি ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর হিসেবে এ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

তিনি কোচিং সেন্টার নির্ভর শিক্ষার কুফলের কথা উল্লেখ করে বলেন, এটা শিক্ষার্থী, পিতা-মাতা এবং অভিভাবকদের মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করছে। তিনি এ ব্যবস্থাকে বিপজ্জনক উল্লেখ করে বলেন, কোচিং শিক্ষার্থীদের যথাযথ বিকাশ এবং ভারসাম্যমূলক শিক্ষায় বাধা সৃষ্টি করছে।

রাষ্ট্রপতি সময়ের প্রয়োজনানুযায়ী শিক্ষাকে জাতি গঠনের প্রধান উপকরণ উল্লেখ করে বলেন, আমাদের এর ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া উচিত। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা, যেখান থেকে উচ্চশিক্ষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তার ওপর গুরুত্ব দেয়া উচিত। তিনি বলেন, আমরা যদি অতীতের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাই গ্রামাঞ্চলের অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল করে জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে সে চিত্র পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বর্তমানে শহরাঞ্চলের কিছু প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। ফলে শহর এবং গ্রামের শিক্ষার ব্যবধান বাড়ছে। তিনি এই ব্যবধান কমানোর ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা ছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এসএমএ ফায়েজ। বক্তৃতা করেন স্টেট ইউনিভার্সিটির ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ড. এসএম ইলিয়াস ধানি।